হিন্দু

প্রার্থণা গাইড

“এমন কিছুই নেই যা মধ্যস্থতাকারীর প্রার্থণা করতে পারে না।”

আজ থেকে প্রায় ১৫০ বছরেরও আগে চার্লস স্পারজন যখন এই কথাগুলো বলেছিলেন, তখন তিনি বিশেষভাবে ভারতবর্ষ বা হিন্দু ধর্মের কথা ভাবেন নি, কিন্তু তার কথাগুলো আজও সত্য। অন্যের হয়ে বা অন্যের জন্য করা প্রার্থণা অসাধ্য সাধন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে, মধ্যস্থতামূলক প্রার্থণাই হল একমাত্র উপায় যার সাহায্যে বিশ্বজুড়ে হিন্দুদের কাছে প্রভু যীশুর জীবন-দায়ী বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার বাধা অতিক্রম করা যাবে।

হিন্দু প্রার্থণা গাইডের লক্ষ্য হল সারা বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা যীশুর অনুসরণকারীদের সাহায্য করা যাতে তারা হিন্দুদের জন্য প্রার্থণায় মনোনিবেশ করতে পারে। এটি একটি টুল যা ২০ টি ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে এবং ৫,০০০ এরও বেশি আন্তর্জাতিক প্রেয়ার নেটওয়ার্ক -এ ব্যবহার করা হয়। এই ১৫ দিনে, ২০০ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ প্রার্থণা করবে, আমরা আনন্দিত যে আপনিও তাদের সঙ্গে যোগ দেবেন!

হিন্দুদের হৃদয়ে পবিত্র আত্মা কিভাবে কাজ করছে তার কিছু অত্যাশ্চর্য গল্প শেয়ার করার পাশাপাশি, এই গাইড ভারতের বেশ কিছু শহরের তথ্য প্রদান করে। যীশুর অনুসরণকারী দলগুলি এই নির্দিষ্ট শহরগুলিতে এই সময়ে দিওয়ালী উৎসব পর্যন্ত আধ্যাত্মিক সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করবে।

পবিত্র আত্মা আপনাকে গাইড করুন এবং আপনার সাথে কথা বলুন যখন আপনি আমাদের প্রভুর নিকট নিজেকে হিন্দুদের কাছে প্রকাশ করার জন্য প্রার্থনা করবেন।

কেন দিওয়ালীর দিন-সহ এই পুরো সময়টা জুড়ে প্রার্থণা করা হবে?

হিন্দু ধর্মের উৎসবগুলি আচার-অনুষ্ঠান এবং উদযাপনের একটি রঙিন সংমিশ্রণ। এগুলি বছরের বিভিন্ন সময়ে হয়ে থাকে, প্রত্যেকটি উৎসবের একটি অনন্য উদ্দেশ্য থাকে। কিছু উৎসবের উদ্দেশ্য হল আত্ম-শুদ্ধি, আবার কিছু অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হল মন্দ প্রভাব দূর করা। বেশিরভাগ উৎসব হল একটি বড় পরিবারের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন সদস্যদের এক-জায়গায় জড়ো হয়ে সম্পর্ককে নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়ার সময়।

যেহেতু হিন্দু উৎসবগুলি প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পর্কিত, তাই সেগুলি প্রতিদিনের নির্দিষ্ট কার্য-কলাপ সহ বেশ কিছুদিন স্থায়ী হতে পারে। দিওয়ালী পাঁচ দিন ধরে চলে এবং একে 'আলোর উৎসব' বলা হয়, যা চিহ্নিত করে একটি নতুন সুচনা ও অন্ধকার দূর করে আলোর বিজয়।

১ম দিনঃ
"ধনতেরাস"

এই প্রথম দিনটি উৎসর্গ করা হয় দেবী লক্ষ্মীকে, যিনি ধন-সম্পদ ও সমৃদ্ধির দেবতা। রীতি অনুসারে এই দিন গয়না বা নতুন বাসনপত্র কেনা হয়।

২য় দিনঃ
"ছোটি দিওয়ালী"

কথিত আছে, এই দিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরকাসুরকে বধ করে পৃথিবীকে ভয়মুক্ত করেছিলেন। হিন্দুরা সাধারণত বাড়িতে থাকে এবং তেল দিয়ে নিজেদের পরিষ্কার করে।

৩য় দিনঃ
"দিওয়ালী"

(অমাবস্যার দিন) -- এটি উৎসবের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। উদযাপনকারীরা তাদের ঘরবাড়ি পরিষ্কার করে দেবী লক্ষ্মীকে স্বাগত জানায়। পুরুষ ও মহিলারা নতুন পোষাক পরে, মহিলারা নতুন গয়না পরে, এবং পরিবারের সদস্যরা নিজেদের মধ্যে উপহার বিনিময় করে। ঘরের বাইরে এবং ভিতরে তেলের প্রদীপ জ্বালান হয়, এবং দুষ্ট আত্মাকে তাড়ানোর জন্য বাজি পোড়ানো হয়।

৪র্থ দিনঃ
"পড়ওয়া"

পৌরানিক কাহিনী অনুযায়ী, এই দিন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্টির দেবতা ইন্দ্রের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানোর জন্য নিজের বাঁ হাতের কড়ে আঙ্গুলের ওপর পাহাড় তুলে ধরেছিলেন।

৫ম দিনঃ
"ভাই দুজ"

এই দিনটি পুরোপুরি ভাই ও বোনেদের জন্য উৎসর্গীকৃত। বোনেরা তাদের ভাইদের কপালে একটি লাল তিলক পরিয়ে দেয় এবং একটি সমৃদ্ধ জীবনের জন্য প্রার্থণা করে, আর ভাইরা তাদের বোনদের আশীর্বাদ করে এবং উপহার দেয়।

দিওয়ালী উৎসব হিন্দুরা পরিবারের সকলের সঙ্গে উদযাপন করে এবং আগামী দিনে একটি সমৃদ্ধ বছরের কামনা করে। এই সময়ে, হিন্দুরা আধ্যাত্মিক প্রভাবের জন্য সবচেয়ে বেশি উন্মুক্ত থাকে।

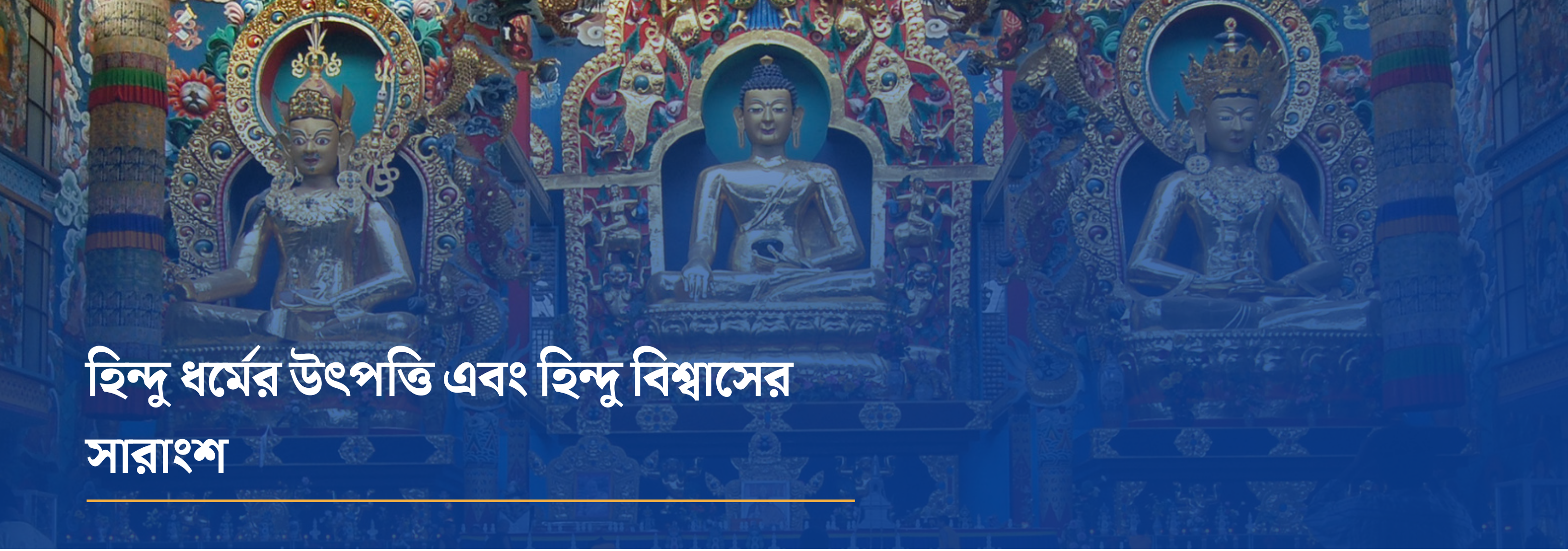

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি এবং হিন্দু বিশ্বাসের সারাংশ

হিন্দু ধর্মের উৎপত্তি খুঁজতে গেলে আমাদের ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সিন্ধু সভ্যতায় ফিরে যেতে হবে। তখনকার বিশ্বাস হিন্দু ধর্ম হিসেবে এবং দার্শনিক ব্যবস্থা হিসেবে বহু শতাব্দী ধরে বিকশিত হয়। হিন্দু ধর্মের কোন পরিচিত “প্রতিষ্ঠাতা” নেই - নেই কোন যীশু, বুদ্ধ অথবা মোহাম্মদ - কিন্তু বেদ নামে পরিচিত সুপ্রাচীন গ্রন্থগুলি, যা ১৫০০ থেকে ৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচনা করা হয়েছিল, এই অঞ্চলের ধর্মীয় বিশ্বাস এবং রীতিনীতি সম্পর্কে একটা ধারণা প্রদান করে। সময়ের সাথে সাথে, হিন্দু ধর্ম তার নিজের মূল নীতি এবং ধারণাকে বজায় রেখে বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের মত আরও অন্যান্য ধর্ম থেকে বিভিন্ন ধারণা নিয়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করে।

হিন্দু ধর্মে অনেক রকমের বিশ্বাস রয়েছে, যা একে একটি বৈচিত্র্যময় এবং অন্তর্ভুক্ত মূলক ধর্মে পরিণত করেছে। যদিও, অধিকাংশ হিন্দুই কিছু মৌলিক ধারণা গ্রহণ করে চলে। হিন্দু ধর্মের প্রধান কথা হল ধর্মে বিশ্বাস, নৈতিকতা এবং নৈতিক আদর্শ প্রত্যেক ব্যক্তিকে একটি ধার্মিক জীবনযাপনের জন্য অনুসরণ করে চলতে হবে। হিন্দুরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করে, জন্ম, মৃত্যু এবং পুনর্জন্ম (সামসারা), যা কার্মা দ্বারা পরিচালিত হয়, যা বলে যে প্রত্যেককে নিজের কর্মফল ভোগ করতে হবে। মোক্ষপ্রাপ্তি, অর্থাৎ এই পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্তি, হল চূড়ান্ত আধ্যাত্মিক লক্ষ্য।

এবং এর সঙ্গে, হিন্দুরা বিভিন্ন দেবতার পূজা করে, তার মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং আরও অনেক দেব-দেবী।

সারা বিশ্ব জুড়ে ১.২ বিলিয়নেরও বেশী ধর্মানুসরণকারী সহ, হিন্দু ধর্ম হল বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ধর্ম। অধিকাংশ হিন্দুই ভারতবর্ষে বসবাস করে, কিন্তু হিন্দু সম্প্রদায় এবং মন্দির পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি দেশেই পাওয়া যায়।

কে একজন হিন্দু?

গসপেল-এ তাদের গ্রহণযোগ্যতা কতটা?

সারা বিশ্বের জনসংখ্যার প্রায় ১৫% হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত। অন্যান্য বিশ্বাস ব্যবস্থার মত, কিভাবে কেউ হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে পারে বা ত্যাগ করতে পারে সেই সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। জাতিপ্রথা, বর্ণপ্রথা, ঐতিহাসিক প্রাধান্য এবং একটি ঐতিহ্যগত বিশ্বদর্শনের কারণে, হিন্দু ধর্ম প্রধাণত একটি 'বন্ধ' ধর্ম। একজন জন্মসূত্রে হিন্দু হয়ে জন্মগ্রহণ করেন, এবং এখানে এইভাবেই কেউ হিন্দু হয়।

হিন্দুরা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মানুষ যাদের কাছে খুব কমই পৌঁছানো যায়। বহিরাগতদের, বিশেষ করে পশ্চিমের ধর্ম প্রচারকদের পক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে পৌঁছানো ভীষণ কঠিন।

হিন্দু ধর্মের মধ্যে কয়েক ডজন বিভিন্ন ভাষা এবং জনগোষ্ঠী রয়েছে, যার মধ্যে অনেকেই একেবারে প্রত্যন্ত গ্রাম্য এলাকায় আঁটসাঁট পরিবেশে বসবাস করে। ভারত সরকার ২২টি স্বতন্ত্র ভাষাকে 'অফিশিয়াল' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে, কিন্তু বাস্তবে, প্রায় ১২০ টিরও বেশি ভাষায় কথা বলা হয় এবং একই ভাষার উচ্চারণগত পার্থক্য যুক্ত আরও অসংখ্য উপভাষা প্রচলিত রয়েছে।

এই সমস্ত ভাষাগুলির মধ্যে প্রায় ৬০ টি ভাষাতে বাইবেলের কিছু অংশ অনুবাদ করা হয়েছে।

পবিত্র আত্মা কাজ করে চলেছেন ...

“ভিহান হল চার্চ প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের একজন অন্যতম প্রধান নেতা। তিনি উত্তর ভারতের প্রায় ২০০ টিরও বেশী গ্রামে চার্চ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং আরও অন্যান্য যাজক ও নেতাদের প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছেন। তিনি একজন সাধারণ মানুষ যিনি ঈশ্বরের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য অসাধারণ কাজ করে চলেছেন। তিনি অত্যন্ত ভদ্র, নম্র, বিনয়ী এবং প্রভু যীশুর আদেশ পালনে সর্বদা নিবেদিত প্রাণ।”

“একবার, তিনি একটি শিশুর জন্য প্রার্থণা করেছিলেন, এবং সেই শিশুটি মৃত্যু থেকে ফিরে এসেছিল। শিশুটি কয়েক ঘন্টার জন্য মারা গিয়েছিল, কিন্তু ভিহান তার গায়ে হাত রেখেছিলেন এবং তার জন্য প্রার্থণা করেছিলেন, তারপর ঈশ্বর শিশুটির জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।”

“এই অত্যাশ্চর্য অলৌকিক ঘটনার পরে, বহু মানুষ প্রভু যীশুর কাছে এসেছিল এবং শুধুমাত্র শারীরিক রোগমুক্তিই নয় বরং অনন্ত জীবন লাভ করেছিল।”

২৯শে অক্টোবর
দিল্লী

দিল্লী হল ভারতবর্ষের জাতীয় রাজধানী এবং বিশ্বের বৃহত্তম শহরগুলির মধ্যে একটি। দিল্লী দুটি অংশ নিয়ে গঠিতঃ পুরাতন দিল্লী, উত্তর দিকে অবস্থিত ১৬০০ শতকের ঐতিহাসিক শহর, এবং নতুন দিল্লী, ভারতের রাজধানী।

পুরাতন দিল্লীতে রয়েছে মুঘল আমলের লাল কেল্লা, ভারতের একটি প্রতীক এবং জামা মসজিদ, যা এই শহরের প্রধান মসজিদ, যার প্রাঙ্গণে একসঙ্গে ২৫,০০০ লোক প্রার্থণা করতে পারে।

এই শহর কখনো বিশৃঙ্খল এবং আবার কখনও শান্ত। এখানে চার লেনের ডিজাইন করা রাস্তায় প্রায়শই সাতটি গাড়ি ভিড় করে থাকে, তবুও রাস্তার আশেপাশে যত্রতত্র গরু ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় যা এখানে খুবই সাধারণ ব্যাপার।

যেসব গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থণা করা হবে

চামারঃ https://joshuaproject.net/people_groups/16561/IN

রাজপুত গাড়োয়ালীঃ https://joshuaproject.net/people_groups/20392/IN

মুসলিম বাধাই (উর্দু)ঃ https://joshuaproject.net/people_groups/16333/IN

পবিত্র আত্মা কাজ করে চলেছেন ...

“এই এলাকার একজন বিধবা প্রথম প্রভু যীশুর উপর বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন এবং তার বাড়িতে একটি ছোট ফেলোশিপ শুরু করেছিলেন। তারপর সেই দলে এক দম্পতি তাদের যমজ ছেলেদের নিয়ে যোগ দেয়। তাদের মধ্যে একটি ছেলে তিন বছর বয়স পর্যন্ত স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু তারপর সে দুষ্ট আত্মাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল এবং কথা বলতে পারত না।”

“আমরা ছেলেটির জন্য প্রার্থণা করতে শুরু করি। প্রত্যেক সপ্তাহে তার মধ্যে থেকে একটি নতুন ভুত বের হতে থাকে। আমাদের উপাসনার সময়, আমরা প্রায়শই বলতাম, ‘হ্যালেলুইয়া’। যখন এই বাকরুদ্ধ ছেলেটি কথা বলতে শুরু করে, তার প্রথম শব্দ ছিল ‘হ্যালেলুইয়া’-র কিছু অংশ। তারপর সে ধীরে ধীরে পুরো শব্দটি বলতে শুরু করে এবং খুব শীঘ্রই সে স্বাভাবিক ভাবে কথা বলতে শুরু করে। সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে!”

“এই নিরাময়ের খবর প্রায় দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ে, এবং বহু মানুষ সেই বিধবার বাড়িতে আসতে শুরু করে প্রার্থণার জন্য এবং নিরাময়ের জন্য। ফেলোশিপটি নতুন ভাবে শুরু হয় এবং পরবর্তী দুই মাসের মধ্যে সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।”

৩০শে অক্টোবর
বারাণসী

বারাণসী উত্তর ভারতে অবস্থিত উত্তর প্রদেশ নামক রাজ্যের একটি শহর। এখানে গঙ্গা নদীর তীরে বহু মাইল জুড়ে বিস্তীর্ণ ঘাট, মন্দির এবং উপাসনালয়গুলি দেখতে পাওয়া যায়, বারাণসী হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে পবিত্র স্থান, প্রতি বছর প্রায় ২.৫ মিলিয়নেরও বেশি ভক্ত এখানে তীর্থ করতে আসে।

এই সুপ্রাচীন শহরটি স্থাপিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ১১ শতকের গোড়ার দিকে। ঐতিহ্য অনুযায়ী এই শহরের শুরুর দিকে ভগবান শিব এবং তার স্ত্রী পার্বতী এখান দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলেন।

আনুমানিক প্রায় ২৫০,০০০ মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ এখানে বসবাস করেন, এই শহরের জনসংখ্যার প্রায় ৩০%।

যেসব গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থণা করা হবে

ভোজপুরী ভড়ঃ https://joshuaproject.net/people_groups/16405/IN

হিন্দি ভৈঃ https://joshuaproject.net/people_groups/16429/IN

জাট (মুসলিম ঐতিহ্য)ঃ https://joshuaproject.net/people_groups/17571/IN

পবিত্র আত্মা কাজ করে চলেছেন ...

"আমি একটি উচ্চ-বর্ণের পরিবারে জন্মেছি। আমি যীশুর সম্পর্কে শুনেছি, কিন্তু তার প্রতি আমার কোনরকম আগ্রহ ছিল না।"

"এক রাতে, আমার স্ত্রী হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে বসে চিৎকার শুরু করে, 'দয়া করে আমাকে বাঁচাও; কেউ আমাকে কেটে ফেলতে চাইছে এবং পুড়িয়ে মারতে চাইছে।' আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিলাম এবং বুঝতে পারছিলাম না আমার কি করা উচিত। শ্রীঘ্রই তার চিৎকারে পুরো গ্রাম জেগে ওঠে, এবং আমাদের বাড়ির সামনে জড়ো হয়।"

"আমরা গ্রামের ওঝাদের ডেকে পাঠালাম, কিন্তু কিছুই সেই যন্ত্রণা লাঘব করতে পারেনি। গ্রামের পুরোহিতও এসেছিলেন কিন্তু তিনিও কিছু করতে পারেননি। আমরা একজন ডাক্তারকে ডেকে পাঠালাম, কিন্তু তিনি তাকে পরীক্ষা করার পর জানালেন, আমার স্ত্রীর কোনরকম শারীরিক সমস্যা নেই।"

"কেউ একজন আমাদের পরামর্শ দিয়েছিল যে আমরা পাশের গ্রামের একজন পাদ্রীকে ডেকে পাঠাতে পারি। আমি প্রথমে রাজি হইনি কিন্তু আমার স্ত্রীর যন্ত্রণা কমানোর জন্য কিছু একটা করার দরকার ছিল। এক ঘন্টার মধ্যে, পাদ্রী এবং আর একজন ভাই এসে উপস্থিত হন এবং আমার স্ত্রীর জন্য প্রার্থণা করার অনুমতি চান। আমি বুঝতে পারছিলাম না এতে কি ফল হবে, কিন্তু আমি তাদের প্রার্থণা করতে দিতে রাজি হই।"

"তিনি প্রার্থণা করলেন, এবং যখন তিনি বললেন 'আমেন', আমার স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত গ্রামবাসী, সেই ওঝা, এবং সেই পুরোহিত সবাই ঘটনাটা দেখেছিল। সেই দিন আমি প্রভু যীশুকে অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। আমি এবং আমার স্ত্রী এখন বাকি পরিবারগুলিতে শান্তি আনার জন্য একসঙ্গে কাজ করে চলেছি।"

৩১শে অক্টোবর

কলকাতা

(পূর্বনাম ক্যালকাটা)

কলকাতা হল পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী এবং পূর্বতন ইংরেজ শাসিত ভারতের সাবেক রাজধানী ছিল। ঔপনিবেশিক ইংরেজদের দ্বারা গঠিত একটি সুবৃহৎ ইউরোপীয় রাজধানী, এখন ভারতের অন্যতম দরিদ্র এবং সর্বাধিক জনবহুল অঞ্চল।

কলকাতা হল ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন বন্দর শহর এবং এটি তার বিশাল ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত।

এই শহরটিতেই মাদার হাউসের বাড়ি রয়েছে, মাদার টেরেসা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত মিশনারিজ অফ চ্যারিটি-র সদর দফতর, যার সমাধিও এখানেই রয়েছে।

যেসব গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থণা করা হবে

হিন্দি তেলিঃ https://joshuaproject.net/people_groups/18229/IN

খান্ডেৎ (ওড়িয়া)ঃ https://joshuaproject.net/people_groups/17150/IN

সৈয়দ (উর্দু)ঃ https://joshuaproject.net/people_groups/18045/IN

পবিত্র আত্মা কাজ করে চলেছেন ...

“যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তাম, সেই সময়ে কুমোর গোত্রীয় দুটি ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়। তারা শিখ ধর্মের একটি শাখা অনুসরণ করছিল - নিরঙ্করি (যার অর্থ হল ‘ভগবান নিরাকার’)।”

“আমি তাদের সঙ্গে সুসংবাদটি ভাগ করে নিতে চাইতাম, কিন্তু তারা তাদের ধর্মের খুব কট্টর অনুগামী ছিল। আমি সুসংবাদ সম্পর্কে যা যা বলতাম সেসব তারা কিছুতেই শুনতে চাইত না। তারপর হঠাৎ একদিন তাদের বাবা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে যান। অন্য আরেকজন বিশ্বাসী এবং আমি একসঙ্গে তার জন্য টানা এক সপ্তাহ ধরে প্রার্থণা করতে শুরু করি, এবং তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।”

“সুস্থ হয়ে ওঠার পর, তাদের বাবা বলেন, ‘প্রত্যেক সোমবার আমরা এখানে মিলিত হব এবং প্রার্থণা করব।’ ধীরে ধীরে সেই প্রার্থণা দলটি ওই উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে একটি উপাসক সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিল। বার্তাটি যত ছড়িয়ে পড়তে লাগল এবং মানুষ প্রশিক্ষিত হয়ে উঠতে লাগল, আরও অনেক উপাসক সম্প্রদায় তৈরি হওয়া শুরু হল। সেই দলের মধ্যে তাদের এখন ২০ টি ফেলোশিপ রয়েছে।”

১লা নভেম্বর
মুম্বাই
(পূর্বনাম বোম্বে)

মুম্বাই হল ভারতের সবচেয়ে জনবহুল শহর এবং মহারাষ্ট্র রাজ্যের রাজধানী। এই শহরটি বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ শহুরে অঞ্চলগুলির মধ্যে একটি। এটি ভারতের প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্র।

প্রাথমিকভাবে, সাতটি আলাদা আলাদা দ্বীপ নিয়ে মুম্বাই তৈরি হয়েছিল। তবে, ১৭৮৪ থেকে ১৮৪৫ সালের মধ্যে ইংরেজ ইঞ্জিনিয়াররা এই সাতটি দ্বীপকে একত্রিত করে, তাদেরকে একসঙ্গে জুড়ে একটি বৃহৎ ভূমিক্ষেত্র হিসেবে তৈরি করে।

এই শহরটি বলিউড ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে বিখ্যাত। এই শহরে আকর্ষণীয়ভাবে আধুনিক সুউচ্চ বহুতলগুলির সাথে প্রথাগত পুরানো-বিশ্বের অসাধারণ সব স্থাপত্যকে একত্রিত হয়েছে।

যেসব গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থণা করা হবে

হিন্দি রাজপুতঃ https://joshuaproject.net/people_groups/17928/IN

ব্যারি (কঙ্কনি)ঃ https://joshuaproject.net/people_groups/21707/IN

দেবদ্বিজ (টুলু)ঃ https://joshuaproject.net/people_groups/16693/IN

ভারতের জাতিপ্রথা বা বর্ণপ্রথা

প্রায় ৩,০০০ বছরেরও বেশি আগে তৈরি হওয়া, বর্ণপ্রথা হিন্দুদের প্রধাণত পাঁচটি মূল বিভাগে বিভক্ত করে এবং আজকের এই আধুনিক ভারতেও তা একইভাবে সক্রিয়। কার্মা এবং পুনর্জন্ম হিন্দু ধর্মের বিশ্বাসের গভীরে প্রোথিত আছে, এই সামাজিক সংগঠনটি নির্দেশ করে দেয় মানুষ কোথায় থাকবে, কাদের সঙ্গে মেলামেশা করবে, এবং এমনকি কোন জায়গার জল পান করবে।

অনেকে বিশ্বাস করেন এই জাতিভেদ প্রথা তৈরি করেছেন স্বয়ং ব্রহ্মা, হিন্দুদের সৃষ্টির দেবতা।

জাতিগুলি ব্রহ্মার দেহের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছেঃ

১. ব্রাহ্মণঃ এরা হল ব্রহ্মার দুই চোখ ও মন। ব্রাহ্মণরা প্রায়শই পুরোহিত বা শিক্ষক হয়।

২. ক্ষত্রিয়ঃ এরা হল ব্রহ্মার দুই বাহু। ক্ষত্রিয়রা হল “যোদ্ধা” জাতি, সাধারণত সেনাবাহিনী বা সরকারি দফতরে কাজ করে।

৩. বৈশ্যঃ এরা হল ব্রহ্মার দুই পা। বৈশ্যরা সাধারণত কৃষক, বণিক বা ব্যবসায়ী হয়।

৪. শূদ্রঃ এরা হল ব্রহ্মার দুই পায়ের পাতা। শূদ্ররা সাধারণত কায়িক পরিশ্রমের কাজ করে।

৫. দলিতঃ এরা হল “অস্পৃশ্য” বা “অচ্ছুত”। দলিতরা জন্মসূত্রেই অপবিত্র এবং উঁচু জাতি বা বর্ণের কাছাকাছি থাকার অযোগ্য বলে মনে করা হয়।

যদিও প্রধান শহরগুলিতে এই জাতি বা বর্ণপ্রথা খুব কমই দেখা যায়, কিন্তু তবুও আছে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে, এই জাতিপ্রথা এখনও খুব বেশি ভাবেই জীবিত আছে। যা ঠিক করে দেয় একজন মানুষ কি চাকরি করতে পারবে, কার সঙ্গে কথা বলতে পারবে, এবং মানুষ হিসেবে কি তাদের কি অধিকার থাকবে।

২রা নভেম্বর

বেঙ্গালুরু

(পূর্বনাম ব্যাঙ্গালোর)

বেঙ্গালুরু হল উত্তর ভারতে অবস্থিত কর্ণাটক রাজ্যের রাজধানী এবং ভারতবর্ষের তৃতীয় বৃহত্তম শহর, এই মহানগরের জনসংখ্যা ১১ মিলিয়ন। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩,০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত হওয়ার কারণে, এই শহরটির আবহাওয়া দেশের মনোরম স্থানগুলির মধ্যে একটি, এবং এখানে প্রচুর সবুজ জায়গা আর পার্ক থাকার কারণে এই শহরটি ভারতের 'উদ্যান শহর' নামে পরিচিত।

আবার বেঙ্গালুরু হল ভারতের "সিলিকন ভ্যালি", কারণ দেশের আইটি কোম্পানিগুলি সবচেয়ে বেশী এখানেই রয়েছে। যার ফলস্বরূপ, বেঙ্গালুরু বিপুল সংখ্যক এশীয় এবং ইউরোপীয় অভিবাসীদের আকর্ষণ করেছে। যদিও এই শহরের জনসংখ্যার বেশিরভাগই হিন্দু, কিন্তু সেইসঙ্গে শিখ, মুসলিম জনসংখ্যাও উল্লেখযোগ্য এবং দেশের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম খ্রিস্টান সম্প্রদায় এখানে বসবাস করেন।

যেসব গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থণা করা হবে

তামিলঃ https://joshuaproject.net/people_groups/15234/IN

উর্দু শেখঃ https://joshuaproject.net/people_groups/18084/IN

কানাড়া ভাক্কালিগা (ভক্কালিগা)ঃ https://joshuaproject.net/people_groups/18293/IN

পবিত্র আত্মা কাজ করে চলেছেন ...

“একটি বাড়ির গীর্জার মিটিংয়ে আমরা অংশ নিয়েছিলাম, সেখানকার নেতারা একটি আট বছর বয়সী লাজুক মেয়েকে উঠে দাঁড়াতে বলেন। মেয়েটি মারা গিয়েছিল এবং একটি দল তার জন্য প্রার্থণা করার পর আবার বেঁচে উঠেছিল।”

“সেই একই গীর্জায়, একজন মানুষ তার অন্ধত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন এবং একজন মহিলা ক্যান্সার থেকে সেরে উঠেছিলেন। তারা এই অলৌকিক ঘটনাগুলিকে স্বাভাবিক হিসেবে নিয়েছিল; ভগবান বাইবেলে এইভাবেই কাজ করেছিলেন, সুতরাং আজকেও তিনি অবশ্যই সেই একইভাবে কাজ করবেন।”

৩রা নভেম্বর ভোপাল

ভোপাল হল ভারতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের রাজধানী। যদিও ভারতীয় মান অনুসারে এটি একটি বড় মহানগর নয়, তবে এখানে রয়েছে ১৯ শতকের তাজ-উল-মসজিদ, ভারতের সবচেয়ে বড় মসজিদ। এই মসজিদে প্রতি বছর তিন দিন ব্যাপী একটি তীর্থযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়, যা ভারতের সমস্ত অঞ্চলের মুসলমানদের এখানে আকৃষ্ট করে।

ভোপাল ভারতের অন্যতম সবুজ শহর, যেখানে রয়েছে দুটি বড় হ্রদ বা লেক এবং একটি সুবৃহৎ জাতীয় উদ্যান বা ন্যাশনাল পার্ক।

১৯৮৪ সালের ইউনিয়ন কার্বাইড রাসায়নিক দুর্ঘটনার প্রভাব আজও, ঘটনার ৪০ বছর পরেও এখানে রয়ে গেছে। আদালতের মামলাগুলি এখনও অমীমাংসিত রয়েছে, এবং সেই কারণে ঐ পরিত্যক্ত কারখানার ধ্বংসাবশেষ এখনও সেই ভাবেই রয়েছে।

যেসব গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থণা করা হবে

দর্জি মুসলিম ঐতিহ্যঃ https://joshuaproject.net/people_groups/17513/IN

পানিকাঃ https://joshuaproject.net/people_groups/17824/IN

অরোরা হিন্দি ঐতিহ্যঃ https://joshuaproject.net/people_groups/16239/IN

পবিত্র আত্মা কাজ করে চলেছেন ...

"প্রায় ১২ বছর আগে, শশী জ্বরে অসুস্থ ছিল, তাই তার বাবা-মা তাকে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল। দুই দিন পর, তার অবস্থা সঙ্কটজনক হয়ে পড়ে, এবং তাকে আইসিইউ নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সে বেশীক্ষণ ছিল না কারণ নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই ডাক্তাররা বাইরে বেরিয়ে আসেন এবং তার বাবা-মাকে বলেন, 'আপনার মেয়ে মারা গেছে।'"

"যখন তারা মৃতদেহটি দেখেন, শশীর মা চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করেন। তার বাবা বলেন, 'কেঁদো না। এস প্রার্থণা করি।'"

"সুতরাং তারা ভিতরে গেলেন, শশীর মৃতদেহের পাশে হাঁটু গেঁড়ে বসলেন, এবং প্রার্থণা করতে শুরু করলেন। তারা প্রায় ১০ মিনিট ধরে আন্তরিকভাবে প্রার্থণা করেছিল, তারপর হঠাৎ তারা শশীর হেঁচকি শুনতে পান এবং দেখেন সে আবার শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে শুরু করেছে। তারা ডাক্তারকে খবর পাঠান, যিনি আসেন এবং তাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখেন। অবশেষে, তিনি বলেন, 'ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে! ওর আর কোন চিকিৎসার কোন দরকার নেই। আপনারা এখন ওকে বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন।'"

"সে আইসিইউ-তে গিয়েছিল প্রচন্ড জ্বর নিয়ে প্রায় মৃত অবস্থায়, কিন্তু সেখান থেকে বেরিয়ে আসে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে এবং বাড়ি ফিরে আসে। প্রভু ভোজপুরীদের মধ্যে যে অনেকগুলি অলৌকিক কাজ করেছেন এটি তার একটি উদাহরণ।"

৪ঠা নভেম্বর

জয়পুর

জয়পুর হল উত্তর ভারতে অবস্থিত রাজস্থান রাজ্যের রাজধানী। এই মহানগরীর জনসংখ্যায় হিন্দু-মুসলিম উভয় ধর্মের মানুষই রয়েছে এবং ২১ শতকের গোড়ার দিকে এখানে অসংখ্য বোমা হামলা হয়, প্রধানত মসজিদ এবং হিন্দু মন্দির গুলোকে লক্ষ্য করে।

এই শহরের নামকরণ হয়েছে রাজা জয় সিং এর নাম থেকে, যিনি তার জ্যোতির্বিদ্যার জ্ঞানের জন্য বিখ্যাত। পুরাতন শহরে এখানকার ট্রেডমার্ক বাড়িগুলির রঙের জন্য এটি "গোলাপি শহর" নামে পরিচিত, জয়পুর ভারতের একটি জনপ্রিয় পর্যটন গন্তব্য।

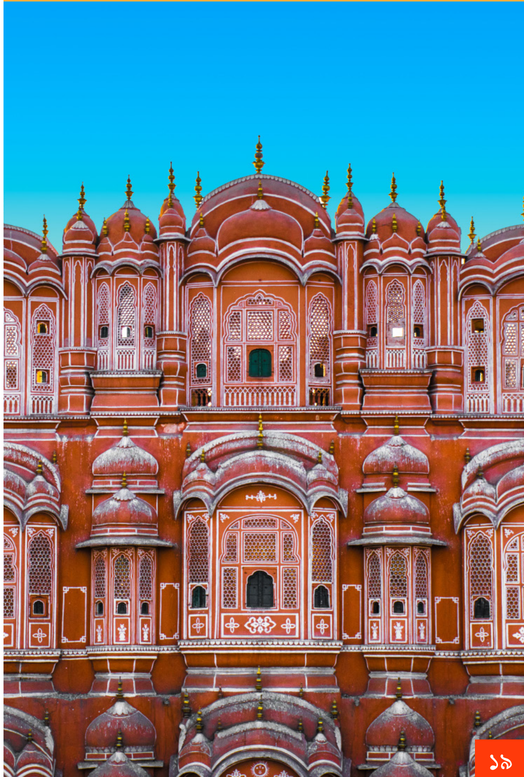

যেসব গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থণা করা হবে

গোরমতি (বাঞ্জারা)ঃ https://joshuaproject.net/people_groups/16315/IN

গুজ্জরঃ https://joshuaproject.net/people_groups/16878/IN

কৈরি (হিন্দি)ঃ https://joshuaproject.net/people_groups/17236/IN

পবিত্র আত্মা কাজ করে চলেছেন ...

“আমার বিশ্বাস শুরু হয় ১৯৮৭ সাল থেকে। আমার বড় ভাইয়ের একটি গুরুতর মানসিক সমস্যা ছিল এবং আমরা তাকে নিয়ে বহু ডাক্তার দেখিয়েছিলাম কিন্তু কোন ফল হয়নি, সে সুস্থ হয়নি।”

“তারপর একদিন আমরা যাজক গৌতম এর কথা শুনলাম এবং এটাও শুনেছিলাম যে তার ফেলোশিপে বহু মানুষ সুস্থ হয়ে গিয়েছেন। আমি আমার ভাইকে এই মানুষটির কাছে নিয়ে গিয়েছিলাম, এবং প্রার্থণা শুরু করার এক ঘন্টার মধ্যেই, সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছিল!”

“সুসংবাদটি উপস্থাপন করার আগে আমি প্রায়শই এই ঘটনাটি সম্পর্ক এবং উৎসাহ তৈরি করার জন্য সবাইকে বলে থাকি।”

৫ই নভেম্বর
অমৃতসর

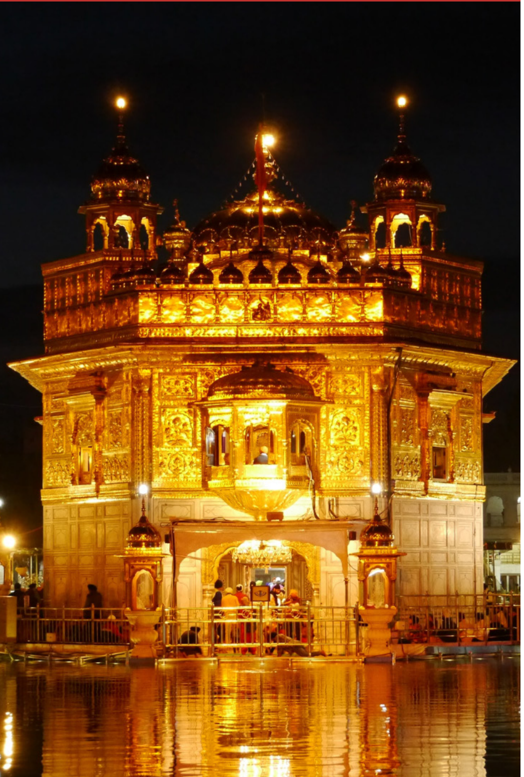

অমৃতসর, পাঞ্জাব রাজ্যের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর, এটি উত্তর ভারতে পাকিস্তানের পূর্ব দিকের সীমানা থেকে মাত্র ১৫ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। এই জায়গাটি শিখ ধর্মের উৎপত্তিস্থল এবং এখানেই রয়েছে শিখদের প্রধান তীর্থস্থান - হরমন্দির সাহেব বা স্বর্ণমন্দির।

গুরু রাম দাস, চতুর্থ শিখ গুরু, এই শহরটির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ১৫৭৭ সালে। এই শহরটি ধর্মীয় ঐতিহ্যের এক আশ্চর্যজনক মিলনস্থল, যেখানে স্বর্ণমন্দির এর পাশাপাশি রয়েছে অসংখ্য হিন্দু মন্দির এবং মুসলিম মসজিদ।

অমৃতসর শহরটি “যে শহরে কেউ খালি পেটে থাকে না” নামেও পরিচিত, যার কারণ শিখদের সেবা করার মানসিকতা, যা হল “নিঃস্বার্থ সেবা।” স্বর্ণমন্দিরে, কর্মচারী এবং স্বেচ্ছাসেবকরা একসঙ্গে প্রতিদিন প্রায় ১০০,০০০ জনেরও বেশি মানুষকে খাবার পরিবেশন করে।

যেসব গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থণা করা হবে

পাঞ্জাবী জাঠ (শিখ)(পূর্বদেশীয় পাঞ্জাবী)ঃ https://joshuaproject.net/people_groups/18777/IN

কানেত রাজপুত (কাংরি)ঃ https://joshuaproject.net/people_groups/20404/IN

মুসলিম বাল্মিকি(উর্দু)ঃ https://joshuaproject.net/people_groups/22349/IN

বিশ্বজুড়ে হিন্দু ধর্ম

সারা বিশ্বে

সারা বিশ্বজুড়ে প্রায় **১.২ বিলিয়ন** মানুষ হিন্দু ধর্ম অনুসরণ করে।

সারা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার **১৬%** হল হিন্দু।

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষের **১.০৯ বিলিয়ন** মানুষ হল হিন্দু।

সারা বিশ্বের হিন্দুদের মধ্যে **৯৪%** হিন্দু মানুষই ভারতে বসবাস করে।

ভারতের মোট জনসংখ্যার **৮০%** হল হিন্দু।

উত্তর আমেরিকা

আমেরিকার **১.৫ মিলিয়ন** মানুষ হল হিন্দু।

বিশ্বব্যাপী হিন্দু জনসংখ্যার ঘনত্বের বিচারে আমেরিকা **৮ম** স্থানে রয়েছে।

কানাডা-র **৮৩০,০০০** জন মানুষ হল হিন্দু।

প্রয়াগরাজ হল উত্তর ভারতে অবস্থিত উত্তরপ্রদেশ নামক রাজ্যের একটি বৌদ্ধ ও হিন্দু তীর্থস্থান। প্রয়াগরাজ গঙ্গা এবং যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এবং একটি পবিত্র শহর যার খ্যাতি বারাণসী এবং হরিদ্বার এর সঙ্গে তুলনীয়। এই শহরে প্রতি বছর লক্ষাধিক ধর্মপ্রাণ মানুষ তীর্থ করতে আসেন।

ক্ষমতাসীন হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক দল, “এলাহাবাদ” নামটির ওপর আপত্তি জানিয়ে, ২০১৮ সালে এই শহরের নাম পরিবর্তন করে। তার কারণ, এই “এলাহাবাদ” নামটি ৪৩৫ বছর আগে এক মুসলিম শাসকের থেকে এসেছিল।

স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী, জওহরলাল নেহেরু, এলাহাবাদ-এ (অধুনা প্রয়াগরাজ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

যেসব গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থণা করা হবে

হিন্দি নাঈঃ https://joshuaproject.net/people_groups/17745/IN

উর্দু খুরেশি শেখঃ https://joshuaproject.net/people_groups/21236/IN

কুর্মি (বাঘেলি)ঃ https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=46067#topmenu

৬ই নভেম্বর

প্রয়াগরাজ

(পূর্বনাম এলাহাবাদ)

পবিত্র আত্মা কাজ করে চলেছেন ...

"এখানকার একটি এলাকায়, একজন গর্ভবতী মহিলার প্রচুর জটিলতা ছিল, এবং তার ডাক্তার তাকে বলেছিলেন, 'সম্ভবত সে আর বাচঁবে না।' আমাদের দুইজন নেতা তার জন্য প্রতিদিন প্রার্থণা করেছিলেন কারণ প্রভু তাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।"

"দ্বিতীয় দিন, যখন তারা প্রার্থণা করার জন্য হাসপাতালে যাচ্ছিলেন, সেই সময় তারা স্কুটার থেকে পড়ে যান এবং চোট-আঘাত পান। তারা একে অপরকে বলেছিলেন, 'এটা খারাপ, কিন্তু চল যাই এবং আগে প্রার্থণা করি, তারপর ফিরে এসে আমরা কিছু প্রাথমিক চিকিৎসা করাব।' যখন তারা প্রার্থণা শেষ করেন এবং ফিরে যেতে উদ্যত হন তখন তাদের শরীরে কোনরকম আঘাতের চিহ্নমাত্র ছিল না! তারা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন!"

"পুরো চার দিন ধরে, তারা প্রতিদিন মহিলাটির জন্য প্রার্থণা করেন, তারপর বলেন, 'আগামীকাল সকালে, সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে।' এবং ঠিক সেটাই হয়েছিল; সবকিছু ঠিক হয়ে গিয়েছিল। মহিলা সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গিয়েছিলেন এবং স্বাভাবিক প্রসব করেছিলেন, যা সুসংবাদটির জন্য দরজা খুলে দিয়েছিল।"

৭ই নভেম্বর

প্রার্থনা পদযাত্রার শহরগুলিঃ অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার

অযোধ্যা। কথিত আছে ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার ভগবান রাম এখানে জন্মেছিলেন। অযোধ্যা ভারতের পবিত্রতম শহর, এখানে ৭০০ টিরও বেশি মন্দির রয়েছে এবং মনে করা হয় এই শহরটি ৯,০০০ বছরের পুরনো। এই শহরটি উত্তর প্রদেশ রাজ্যের একটি নেতৃস্থানীয় মহানগর।

মথুরা। এই শহরটিও উত্তর প্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত, মথুরা হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান বিষ্ণুর আর একটি অবতার বলে বিশ্বাস, যিনি পৃথিবীতে এসেছিলেন কংস নামক এক ভয়ঙ্কর অত্যাচারী এবং শক্তিশালী রাজাকে ধ্বংস করার জন্য। এখানকার বহুবর্ণ মন্দিরগুলির জন্য মথুরাকে অনেকসময়ই "ভারতীয় সংস্কৃতির হৃদয়" বলে সম্বোধন করা হয়।

হরিদ্বার। এই শহরটির নামের আক্ষরিক অর্থ হল, হরি কা দ্বার বা হরি-র দরজা, অর্থাৎ "ভগবান বিষ্ণুর প্রবেশদ্বার"। হিন্দুরা চার ধাম যাত্রা (হিন্দু ধর্মের চারটি আবাস) শুরু করার আগে গঙ্গা নদীর পবিত্র জলে ধর্মীয় স্নান করার জন্য এখানে আসে। প্রতি ১২ বছর অন্তর এই পবিত্র শহরে বিশ্ব-বিখ্যাত কুম্ভ মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

পবিত্র আত্মা কাজ করে চলেছেন ...

“আমরা পুরো একটা দিন এমন একজন মানুষের সঙ্গে কাটাই যে প্রচুর পরিমাণে মদ্যপ ছিল এবং দু’জন মানুষকে হত্যা করেছিল। প্রভু অসীম ক্ষমতাবলে তাকে রক্ষা করেছিলেন। সেই মানুষটি ১০০-র বেশি গীর্জা স্থাপন করতে সাহায্য করেছিলেন যেগুলির প্রত্যেকটিতে নিজস্ব নেতা রয়েছে - এবং তাদের মধ্যে অনেক মহিলা নেত্রীও রয়েছে।”

“তিনি বর্তমানে ৮২ জন নেতা-র (গীর্জা স্থাপনকারী যারা তাদের বাড়ির গীর্জা-র বাইরে স্বতন্ত্র গীর্জা স্থাপন করেছেন) সঙ্গে কাজ করছেন, যারা প্রত্যেকে নিজেরা ১ থেকে ৩০ টিরও বেশি গীর্জা স্থাপন করেছেন। এই সংখ্যাটি সেইসব নেতাদের গণণা করে না যাদের তিনি তৈরি করেছিলেন, তারা এখন তাদের নিজস্ব নেতৃত্বের দল নিয়ে এই প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন। এই মানুষটি এবং তার দলগুলি এমন তিনজনের গল্প সবার সাথে ভাগ করে নিয়েছে যারা প্রার্থণার পর পুনরায় জীবিত হয়েছিলেন....”

৮ই নভেম্বর

শিলিগুড়ি

শিলিগুড়ি হল উত্তর ভারতে অবস্থিত পশ্চিমবঙ্গের একটি শহর। শিলিগুড়ি শহরটি নেপাল, বাংলাদেশ, ভুটান, চীন এবং তিব্বত যাওয়ার রাস্তাগুলির সংযোগস্থলে অবস্থিত। আন্তর্জাতিক সীমান্তের কাছাকাছি থাকার কারণে, এই শহরটি একটি ভীড়ে ভরা শরণার্থী আশ্রয়কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

এই শহরটি একটি বাণিজ্যিক কেন্দ্র এবং পরিবহন কেন্দ্র এবং এখানে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যা তরুণ জনসংখ্যাকে আকর্ষণ করে। ভারতের উদার এবং বহুজাতিক শহরগুলির মধ্যে একটি হল শিলিগুড়ি এবং দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষার হার যে শহরগুলিতে রয়েছে তার মধ্যে একটি।

হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত এবং চা-বাগান দিয়ে ঘেরা, শিলিগুড়ি পরিচিত এর “তিনটি টিঃ”-এর জন্য, টি অর্থাৎ চা, টিম্বার অর্থাৎ কাঠ, ট্যুরিজম অর্থাৎ পর্যটন।

যেসব গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থণা করা হবে

ছেত্রী (নেপালি)ঃ https://joshuaproject.net/people_groups/16589/IN

শেখ (ভোজপুরী)ঃ https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=46192#topmenu

বাঙ্গালিঃ https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=48197

পবিত্র আত্মা কাজ করে চলেছেন ...

"আমরা রেল স্টেশনে থাকা শিশুদের নিয়ে যে কাজ হয় তা পরিদর্শন করেছি, এই সামাজিক কাজটি বিভিন্ন শহরে শুরু হয়েছে। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে রেল স্টেশনগুলিতে প্রায় দশ হাজারেরও বেশি পরিত্যক্ত শিশু থাকে। চুরি-ডাকাতি, ধর্ষণ এবং মারধরের ভয়ে তারা সাধারণত দিনের মধ্যে মাত্র ২-৩ ঘন্টা ঘুমায়।"

"এই সমস্ত শিশুদের বাড়িতে স্থানান্তরিত করার জন্য ভোজপুরী মুভমেন্ট কাজ শুরু করেছে। যখন তারা প্রথম আসে, অধিকাংশ শিশুই এতটাই ক্লান্ত থাকে যে তারা প্রথম সপ্তাহ শুধু খাওয়া আর ঘুমানো ছাড়া আর কিছুই করে না। উদ্ধারকর্মীরা শিশুদের প্রথমে বিশ্বাস করতে শেখায় এবং তাদেরকে ট্রমা থেকে বের হতে সাহায্য করে এবং তাদেরকে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যায়। তারা সেইসব শিশুদের পরিবারকেও যথেষ্ট সাহায্য করে যাতে শিশুদের যত্ন করতে পারে, অথবা শিশুদের পরিচিত কোন পরিবারের সাথে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে পালক হোম হিসেবে।"

"এই পরিষেবার মাধ্যমে প্রতিনিয়ত প্রচুর শিশুরা আসছে। দুইজন শিশুর বাড়িতে, যখন তারা তাদের নিজের ভাষায় ঈশ্বরের প্রেমের গান গাইছিল তখন, আমাদের প্রায় গলা বুজে এসেছিল।"

৯ই নভেম্বর

প্রার্থণা পদযাত্রার শহরগুলিঃ
উজ্জয়ন, মাদুরাই, দ্বারকা, কাঞ্চিপুরম

উজ্জয়ন। ভারতবর্ষের সাতটি পবিত্র শহরের মধ্যে একটি হল এই "সপ্ত পুরী", উজ্জয়ন শিপ্রা (ক্ষিপ্রা) নদীর তীরে অবস্থিত। কিংবদন্তি অনুযায়ী সমুদ্র মন্থনের সময় এই পবিত্র শহরের উদ্ভব হয়েছিল। শিবের ১২টি পবিত্র আবাসের মধ্যে একটি, মহাকালেশ্বর মন্দির, এই উজ্জয়ন শহরে অবস্থিত।

মাদুরাই। ভারতের "মন্দির শহর" নামে পরিচিত, মাদুরাই শহরে রয়েছে অনেক পবিত্র এবং সুন্দর মন্দির। সেগুলির মধ্যে বেশ কিছু দেশের প্রাচীনতম মন্দির, এবং অনেকগুলি তাদের অসাধারণ স্থাপত্যের জন্য পরিচিত।

দ্বারকা। কথিত আছে, কংস রাজাকে হত্যা করার পর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এই শহরে তার বাকি জীবন অতিবাহিত করেন, মানসিক শান্তিকামীদের জন্য দ্বারকা হল একটি পবিত্র তীর্থস্থান। এই শহর শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনী চিত্রিত করে।

কাঞ্চিপুরম। ভগবতী নদীর তীরে অবস্থিত, "কাঞ্চি" শহরটি পরিচিত হাজার মন্দিরের শহর এবং সোনার শহর নামে। কাঞ্চি শহরে রয়েছে ১০৮টি শিব মন্দির এবং ১০৮টি বৈষ্ণব মন্দির।

ভারতবর্ষের খ্রীস্টান গীর্জা

ভারতবর্ষে খ্রিস্ট ধর্ম শুরু হয় প্রাচীনকাল থেকে, যার শিকড় অ্যাপোস্টেল থমাস-এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে, মনে করা হয় তিনি খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে মালাবার উপকূলে এসেছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, ভারতের খ্রীস্টান গীর্জাগুলি একটি জটিল এবং বৈচিত্র্যময় ইতিহাসের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে, যা দেশের ধর্মীয় বৈচিত্র্যে নিজস্ব অবদান রেখেছে।

থমাস এখানে আসার পর, খ্রীস্ট ধর্ম ধীরে ধীরে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে। ১৫ শতকে পর্তুগীজ, ডাচ এবং ব্রিটিশ সহ ইউরোপীয় ঔপনিবেশিকদের উপস্থিতি, খ্রীস্টান ধর্মের বৃদ্ধিকে আরও প্রভাবিত করেছিল। ধর্মপ্রচারকরা গীর্জা, বিদ্যালয় এবং হাসপাতাল স্থাপনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল, যা ভারতের সামাজিক এবং শিক্ষাগত ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে।

বর্তমানে ভারতে জনসংখ্যার প্রায় ২.৩% গীর্জা প্রতিনিধিত্ব করে। এটি রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যান্ট, অর্থোডক্স এবং স্বাধীন গীর্জা সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করে। কেরালা, তামিলনাড়ু, গোয়া এবং উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে উল্লেখযোগ্য খ্রিস্টান উপস্থিতি রয়েছে।

বিশ্বের অনেক জায়গায় যেমন হয়, এখানেও কেউ কেউ যীশুকে অনুসরণ করতে বেছে নিয়েছেন কিন্তু সাংস্কৃতিকভাবে তারা নিজেদের হিন্দু হিসেবে চিহ্নিত করেন।

গীর্জা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাগুলি লক্ষ্যনীয় তার মধ্যে রয়েছে মাঝে মাঝে ঘটা ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা এবং ধর্মান্তরকে আদিবাসী সংস্কৃতির জন্য হুমকি হিসেবে উপস্থাপিত করা। জাতিভেদ প্রথা নির্মূল করা কঠিন হয়েছে, এবং দেশের বর্তমান সরকার দেশের কিছু অংশে ঘটে চলা কুসংস্কার এবং নিপীড়নের পরিবেশকে ভীষণভাবে উপেক্ষা করে চলেছে।

১০ই নভেম্বর
কানপুর

কানপুর উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের একটি বড় শহর, এটি গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। কানপুর উত্তর ভারতের একটি প্রধান অর্থনৈতিক এবং শিল্প কেন্দ্র এবং এটি ভারতের নবম-বৃহত্তম শহুরে অর্থনীতি, প্রধানত এখানে অবস্থিত কটন টেক্সটাইল মিল বা সূতীর কাপড়ের কারখানার জন্য, যা এই শহরকে উত্তর ভারতের বৃহত্তম সুতির কাপড় প্রস্তুতকারক করে তুলেছে।

বর্তমান কালে, কানপুর তার ঔপনিবেশিক স্থাপত্য, বাগান, পার্ক এবং ভালো মানের চামড়া, প্লাস্টিক এবং কাপড়ের সামগ্রীর জন্য বিখ্যাত, যেগুলি প্রধানত পশ্চিমের দেশগুলিতে রপ্তানি করা হয়।

যেসব গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থণা করা হবে

হিন্দি কুর্মিঃ https://joshuaproject.net/people_groups/17334/IN

আওয়াধি হাজামঃ https://joshuaproject.net/people_groups/19655/IN

আনসারি (উর্দু)ঃ https://joshuaproject.net/people_groups/16221/IN

পবিত্র আত্মা কাজ করে চলেছেন ...

“অন্য একটি গ্রামে, আমরা একজন নিম্ন-বর্ণের মহিলার সাথে দেখা করেছিলাম যিনি তার নিজের বাড়িতে গীর্জা শুরু করেছিলেন এবং তারপর তার আশেপাশের উচ্চ-বর্ণের লোকেদের মধ্যেও গীর্জা শুরু করেছিলেন। সেই মহিলা যে এসব করতে পেরেছেন তা জেনে আমাদের সঙ্গে যেসব অন্যান্য ভারতীয়রা ছিলেন তারা সবাই হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। আমরা জেনেছিলাম যে, কিছু উচ্চ-বর্ণের লোকের নিরাময়ের জন্য তিনি প্রভুর কাছে প্রার্থণা করেছিলেন এবং প্রভু তাদেরকে সুস্থ করে দেন। ভগবানের সত্য এবং ক্ষমতা যেকোন দেওয়াল ভেঙে ফেলতে পারে!”

১১ই নভেম্বর
লখনোউ

লখনোউ হল উত্তরপ্রদেশ রাজ্যের রাজধানী। প্রচুর রাস্তা এবং রেল লাইনের সংযোগস্থলে অবস্থিত, এই শহরটি উত্তর ভারতের একটি খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উৎপাদন কেন্দ্র । এই শহরকে আদর করে বলা হয় নবাবদের শহর, লখনোউ তার তেহজিব (আচার-ব্যবহার), সুবিশাল স্থাপত্য এবং সুন্দর সুন্দর সব বাগানের মাধ্যমে নিজের সাংস্কৃতিক পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছে।

ভারতের অনন্য ভবনগুলির মধ্যে একটি হল লখনোউ-এর রেলরোড স্টেশন। রাস্তা থেকে, যে কেউ এর অসংখ্য পিলার এবং গম্বুজ দেখতে পাবে। তবে, যদি ওপর থেকে দেখা যায়, স্টেশনটিকে একটি খেলা চলা-কালীন দাবার বোর্ডের মতন মনে হবে যেখানে গম্বুজ ও পিলার গুলি দাবার ঘুঁটি।

লখনোউ হল ভারতবর্ষের প্রথম শহর যেখানে বিস্তৃত ভাবে সিসিটিভি লাগানো হয়েছে, যার ফলে এখানকার অপরাধ প্রবণতা নাটকীয়ভাবে কমে গেছে, এবং একে দেশের নিরাপদ শহরগুলির মধ্যে একটি করে তুলেছে।

যেসব গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থণা করা হবে

হিন্দি কুমহারঃ https://joshuaproject.net/people_groups/17316/IN

উর্দুঃ https://joshuaproject.net/people_groups/15727

লুনিয়াঃ https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=41267#topmenu

দিওয়ালি

আলো এবং আনন্দের উৎসব

দিওয়ালি, যা দীপাবলি নামেও পরিচিত, হিন্দু সংস্কৃতিতে যে সমস্ত উৎসব সবচেয়ে বেশি উদযাপন করা হয় তার মধ্যে একটি। এই উৎসব হল অন্ধকারের ওপর আলোর বিজয় এবং অশুভের ওপর শুভ-এর প্রতীক। এই আনন্দময় উৎসব পরিবার, সম্প্রদায় এবং অঞ্চলগুলিকে একত্রিত করে, যা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকে সম্মান জানাতে, সবার মধ্যে খুশি ছড়িয়ে দিতে, এবং আধ্যাত্মিক পুর্ননবীকরণের জন্য এক প্রাণবন্ত পরিবেশ তৈরি করে।

হিন্দুদের জন্য, দিওয়ালি গভীর আধ্যাত্মিক এবং সাংস্কৃতিক তাৎপর্য নিয়ে আসে। এই উৎসব হল ভগবান বিষ্ণু-র সপ্তম অবতার, ভগবান রাম -এর বিজয় উৎসব, দানব রাজা রাবণকে হারিয়ে রামের বিজয় এবং ১৪ বছর বনবাসের পর অযোধ্যায় ফিরে আসার উৎসব। দিয়া বা প্রদীপ নামে তেলের বাতি জ্বালানো এবং আতশবাজি পোড়ানো হল প্রতীকী যা মন্দকে দূরে সরিয়ে, সুখ, সমৃদ্ধি এবং সৌভাগ্যকে আমন্ত্রণ জানায়। দিওয়ালি অন্যান্য ধর্মীয় প্রেক্ষাপটেও তাৎপর্য বহন করে, যেমন এই সময় দেবী লক্ষ্মীর আরাধনা করা হয়, যিনি হিন্দুদের সম্পদ এবং সমৃদ্ধির দেবী।

দিওয়ালি হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে আধ্যাত্মিক প্রতিফলন, পুর্ননবীকরণ এবং আনন্দের উৎসব। এটি অন্ধকারের ওপর আলোর, মন্দের ওপর ভালোর বিজয় এবং সেইসঙ্গে পারিবারিক ও সাম্প্রদায়িক বন্ধনের গুরুত্বকে প্রাধান্য দেয়। এই আলো এবং আনন্দের উৎসব মানুষদের কাছাকাছি নিয়ে আসে, সারা বছর ধরে প্রেম, প্রীতি এবং সৌহার্দ্য ছড়িয়ে দিতে অনুপ্রাণিত করে।

১২ই নভেম্বর

হায়দ্রাবাদ

হায়দ্রাবাদ হল তেলেঙ্গানা রাজ্যের সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে জনবহুল একটি শহর। এখানকার মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৪৩%, সেই কারণে ইসলামের জন্য একটি অপরিহার্য শহর এবং এখানে অনেক বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে। এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল চারমিনার, যা ১৬ শতকে তৈরি হয়েছিল।

এক সময়ে, হায়দ্রাবাদই ছিল বৃহৎ হীরা, পান্না এবং প্রাকৃতিক মুক্তা ব্যবসার একমাত্র বিশ্বব্যাপী কেন্দ্র, সেই কারণে এই শহরটি “মুক্তার শহর” নামেও পরিচিত হয়েছিল।

সেই সঙ্গে হায়দ্রাবাদে রয়েছে বিশ্বের সবথেকে বড় ফিল্ম স্টুডিও।

যেসব গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থণা করা হবে

ভাদ্দর (ওদ্দার)ঃ https://joshuaproject.net/people_groups/18288/IN

তেলেগু ব্রাহ্মণ তেলেগুঃ https://joshuaproject.net/people_groups/19983/IN

প্যাটেল (ভারহাদি-নাগপুরি)ঃ https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=46251#topmenu

হিন্দুরা খ্রীস্টান ধর্মকে কিভাবে দেখে

ভারতবর্ষে, খ্রীস্টান ধর্মকে দেখা হয় একটি বিদেশী ধর্ম হিসাবে যা ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার সঙ্গে সাদা মানুষেরা নিয়ে এসেছে। অনেক হিন্দুর কাছেই, খ্রীস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করাকে তাদের প্রাচীন সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা বলে মনে হয়, যেটা নিয়ে তারা খুব গর্বিত, এবং তা পশ্চিমের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ দিয়ে প্রতিস্থাপন করার প্রচেষ্টা, যা তাদের কাছে ভীষণ নিকৃষ্ট বলে মনে হয়।

হিন্দুধর্ম সাধারণত একটি বহুত্ববাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রচার করে, যা বিভিন্ন আধ্যাত্মিক পথের বৈধতা স্বীকার করে। তারা যীশু খ্রীস্টকে একজন অপরিহার্য আধ্যাত্মিক শিক্ষক হিসাবে শ্রদ্ধা করে এবং বাইবেলে যে সমস্ত নৈতিক শিক্ষাগুলি পাওয়া যায় তার প্রশংসা করে।

হিন্দুরা হয়ত খ্রীস্টান মতবাদের কিছু কিছু দিক তাদের বিশ্বাসের সাথে অপরিচিত বা বিরোধী মনে করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, মূল পাপের ধারণা, অনন্ত স্বর্গ বা নরকের দ্বারা অনুসরণ করা একক জীবনের দৃষ্টিভঙ্গি এবং যীশু খ্রীস্টের মাধ্যমে পরিত্রাণের একচেটিয়া প্রকৃতি হিন্দুদের জন্য তাদের কার্মা, পুনর্জন্ম এবং সম্ভাব্যতার বিশ্বাসের সাথে মিলিয়ে নেওয়া চ্যালেঞ্জিং হতে পারে।

খ্রীস্টান ধর্মপ্রচারকরা ভারতবর্ষে শিক্ষা পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং সামাজিক সংস্কারে যথেষ্ট ভূমিকা রেখেছে। যদিও হিন্দুরা এই ইতিবাচক অবদানের প্রশংসা করে এবং সেইসঙ্গে তারা নিজেদের ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকেও মর্যাদা করে, কখনও কখনও আক্রমণাত্মক ধর্মান্তকরণের বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে। যীশুই হল ভগবানের কাছে পৌঁছানোর “একমাত্র পথ”, আমাদের এই দাবীকে তারা সর্বোচ্চ অহংকার বলে মনে করে।

১৩ই নভেম্বর
আমেদাবাদ

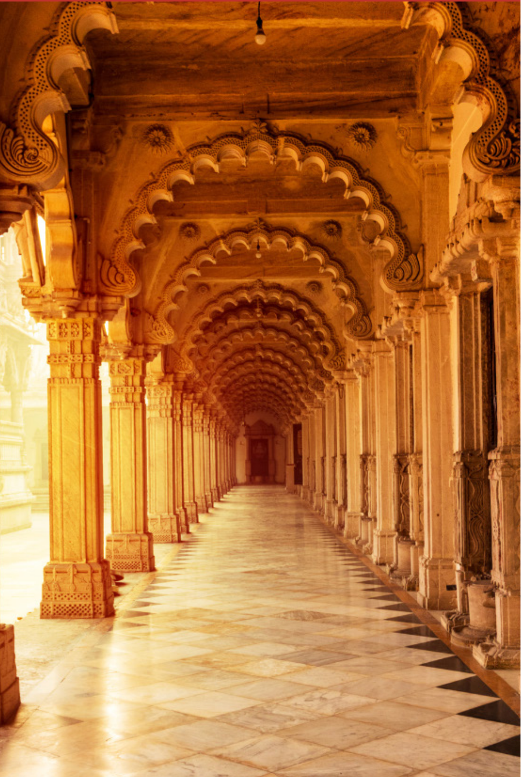

আমেদাবাদ, ভারতের মধ্য-পশ্চিমে অবস্থিত এক বিস্তৃত মহানগর, গুজরাট রাজ্যের সবচেয়ে জনবহুল শহর। প্রাচীন হিন্দু শহর আসাওয়াল-এর পাশে, এই শহরটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মুসলিম শাসক, সুলতান আহমেদ শাহ।

যদিও আমেদাবাদ ২০০১ সালে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের মুখোমুখি হয়েছিল যেখানে প্রায় ২০,০০০ মানুষের প্রাণ যায়, কিন্তু আজও হিন্দু, মুসলিম এবং জৈন ঐতিহ্যের প্রাচীন স্থাপত্যগুলি সারা শহর জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে, যেগুলি সঠিকভাবে ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ছবি ফুটিয়ে তোলে যা আমেদাবাদের এক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য।

এখানে প্রচুর টেক্সটাইল মিল বা কাপড়ের কারখানা থাকার জন্য, আমেদাবাদকে ইংল্যান্ডের সুপরিচিত শহরের আদলে "ম্যানচেস্টার অফ ইন্ডিয়া" বলা হয়। এছাড়াও এই শহরে একটি সমৃদ্ধ হীরা জেলা রয়েছে।

যেসব গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থণা করা হবে

মারাঠিঃ https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=41674#topmenu

লোহার (বাগরি)ঃ
https://peoplegroups.org/explore/GroupDetails.aspx?peid=47900#topmenu

ভীল (ভৈলালা), মধ্যদেশীয় ভীল, পূর্বদেশীয় ভীল (ভিল), উত্তরদেশীয় ভীলঃ
https://joshuaproject.net/people_groups/16414/IN

পবিত্র আত্মা কাজ করে চলেছেন ...

"আমাদের নেতাদের মধ্যে একজন যুবতী মেয়ে আছে যে এক প্রচুর বিত্তশালী মানুষের বাড়িতে কাজ করে। ভগবানের কাজের এই গল্পটি সে আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেঃ 'আমার সর্বোচ্চ মনিবের ছেলে খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং বেশ কিছুদিন ধরে সে খাওয়া দাওয়া করতে পারত না। তাই তার বাবা-মা তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। যখন তারা সেখানে ছিল, আমি তাদের সাথে দেখা করি, এবং আমি তাদের ছেলের জন্য প্রার্থণা করার অনুমতি চাই। আমার প্রার্থণা করার পর, তার ছেলে সঙ্গে সঙ্গে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং আবার খাওয়া দাওয়া করতে শুরু করে, যা তার বাবা-মার মধ্যে এক গভীর ছাপ ফেলেছিল।"

'কয়েকদিনের মধ্যে মনিব আমাকে ফোন করেন এবং বলেন, "আমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে কিছু সময় কাটাতে চায় কারণ সে যখন তোমার সঙ্গে কথা বলে, সে শান্তি অনুভব করে। তাই তোমাকে আমার বাড়িতে নিয়ে আসার জন্য আমরা তোমার কাছে একটি গাড়ি পাঠাচ্ছি।" তো আমি সেখানে গিয়েছিলাম কারণ শিষ্য করতে চেয়েছিলাম, এবং তার স্ত্রী জানতে চেয়েছিলেনঃ "এই সবকিছু আসলে কি?" এটি আমাকে তার কাছে সুসংবাদটি শেয়ার করার সুযোগ তৈরি করে দেয়।'"

১৪ই নভেম্বর
শ্রীনগর

শ্রীনগর হল উত্তর ভারতের কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জম্মু এবং কাশ্মীর -এর গ্রীষ্মকালীন রাজধানী। এই শহরটি ৫০০০ ফুট উচ্চতায় ঝিলম নদীর তীরে অবস্থিত। যদিও শ্রীনগর তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য সুপরিচিত, সেই সঙ্গে এখানে অনেক মসজিদ এবং মন্দির রয়েছে, যার মধ্যে এমন একটি উপাসনা কেন্দ্র রয়েছে যেখানে নবী মুহাম্মদের একটি চুল রাখা আছে।

শ্রীনগরের জীবনধারার একটি আকর্ষনীয় দিক হল শহরের চারপাশে থাকা দুই হ্রদ ডাল এবং নিগীন -এ হাউসবোটের ঐতিহ্য। এই প্রথাটি ১৮৫০ এর দশকে ইংরেজ শাসনকালে শুরু হয়েছিল, সরকারি কর্মকর্তাদের সমভূমির উত্তাপ থেকে বাঁচাবার উপায় হিসেবে। তখনকার হিন্দু মহারাজা তাদেরকে জমি দিতে অস্বীকার করেছিলেন, তাই ইংরেজরা তখন সেখানকার বার্জ এবং ব্যবসায়িক নৌকাগুলোকে হাউসবোটে রূপান্তর করতে শুরু করেছিল। সাম্প্রতিক সময়ে ১৯৭০ সালেও, সেখানে ৩,০০০ এরও বেশি হাউসবোট ভাড়া নেওয়ার জন্য উপলব্ধ ছিল।

প্রধানত, ইসলামের আধিপত্যের কারণে, শ্রীনগরে পোষাক-পরিচ্ছদ, মদ্যপান, এবং সামাজিক অনুষ্ঠান সহ এমন অনেক বিধিনিষেধ রয়েছে যেগুলি মধ্যপ্রাচ্যে খুবই সাধারণ একটা ব্যাপার।

যেসব গোষ্ঠীর জন্য প্রার্থণা করা হবে

কাশ্মীরী (মুসলিম)ঃ https://joshuaproject.net/people_groups/12558/IN

গুজ্জর (মুসলিম)ঃ https://joshuaproject.net/people_groups/16879/IN

মুসলিম ডোগরাঃ https://peoplegroups.org/explore/groupdetails.aspx?peid=48423#topmenu

১৫ই নভেম্বর
চার ধাম

চার ধাম হল ভারতের চারটি তীর্থস্থানের একটি সেট। হিন্দুরা বিশ্বাস করে একজনের জীবদ্দশায় এই চারটি ধাম দর্শন করলে মোক্ষ অর্জনে সুবিধা হয়। চার ধাম নির্দিষ্ট করেছিলেন আদি শান্দ্র (৬৮৬-৭১৭ খ্রীস্টাব্দ)।

তীর্থস্থানগুলিকে ভগবানের চারটি আবাসস্থল হিসাবে মনে করা হয়। এই তীর্থস্থানগুলি ভারতের চারটি কোণে ছড়িয়ে আছেঃ উত্তরে বদ্রীনাথ, পূর্বে পুরী, দক্ষিণে রামেশ্বরম এবং পশ্চিমে দ্বারকা।

বদ্রীনাথ মন্দির ভগবান বিষ্ণু -কে উৎসর্গীকৃত। কিংবদন্তি বলে যে, তিনি এই স্থানে এক বছরের জন্য তপস্যা করেছিলেন এবং ঠান্ডা আবহাওয়া সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। দেবী লক্ষ্মী তাকে রক্ষা করেছিলেন একটি বদ্রী গাছ দিয়ে। এই স্থানের অধিক উচ্চতার কারণে, মন্দিরটি প্রতি বছর শুধুমাত্র এপ্রিলের শেষ থেকে নভেম্বরের শুরু পর্যন্ত খোলা থাকে।

পুরী মন্দির ভগবান জগন্নাথ -কে উৎসর্গীকৃত, যাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের একটি রূপ বলে মনে করা হয়। এখানে তিনজন দেবতা বাস করেন। পুরীতে প্রতি বছর বিখ্যাত রথযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই মন্দিরে অহিন্দুদের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

রামেশ্বরম মন্দির ভগবান শিব -কে উৎসর্গীকৃত। এই বিখ্যাত মন্দিরটির চারপাশে ৬৪টি জলাশয় রয়েছে, এবং তীর্থযাত্রার সময় এই জলাশয়গুলিতে স্নান করা তীর্থযাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

দ্বারকা মন্দির ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নির্মিত বলে বিশ্বাস করা হয়, তাই এটি খুব প্রাচীন। ৭২টি স্তম্ভ বা পিলারের ওপর নির্মিত, এই মন্দিরটি ৫ তলা উঁচু।

চার ধামকে কেন্দ্র করে একটি বড়সড় পর্যটন ব্যবসা গড়ে উঠেছে, বিভিন্ন সংস্থা এখানে ভ্রমণের জন্য নানারকম ভ্রমণ প্যাকেজ অফার করে। ঐতিহ্য অনুযায়ী একজনকে ঘড়ির কাঁটার দিক অনুসারে চার ধাম যাত্রা সম্পূর্ণ করতে হয়। বেশিরভাগ ভক্তরা দুই বছর ধরে এই চারটি মন্দির দর্শন করার চেষ্টা করে।

প্যাটমোস এডুকেশন গ্রুপ এবং রান মিনিস্ট্রিস

প্যাটমোস এডুকেশন গ্রুপ হল রান মিনিস্ট্রির একটি 'লাভজনক' শাখা। প্যাটমোস টিম প্রতি বছর পাঁচটি প্রার্থণা গাইডের জন্য বিষয়বস্তু প্রস্তুত করে। প্রার্থণা গাইডগুলি ২০টি ভাষায় অনুবাদ করা হয় এবং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা পার্টনার মিনিস্ট্রিগুলির জন্য ও সেইসঙ্গে ব্যক্তিগত সংগ্রহের জন্য উপলব্ধ।

৩০ বছর আগে এর প্রতিষ্ঠার পর থেকেই, ঈশ্বর রিচিং আনরিচড নেশনস, ইনকর্প. (রান মিনিস্ট্রিস) -কে প্রথম-প্রজন্মের যীশু অনুসরণকারীদের পাশে থাকতে এবং বিশ্বের যেসব জায়গায় এখনও সেভাবে পৌঁছানো যায়নি সেইসব জায়গায় আরও বেশি করে গীর্জা স্থাপনের প্রচেষ্টাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম করেছেন।

সাংস্কৃতিকভাবে সংবেদনশীল শিষ্যত্বের মডেল, সুসমাচার প্রচারের মিডিয়া টুলস এবং তাদের মিনিস্ট্রিগুলোকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ব্যবহারিক দক্ষতা প্রদান করে, আজ রান ৫৮ মিলিয়নেরও বেশি বিশ্বাসীকে আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব এবং যত্ন প্রদান করে যারা ৭৯৬টি ভাষায় কথা বলে এবং আরও ৩ মিলিয়নের বেশি ঘরে গীর্জা শুরু করে খ্রিস্টের প্রতি তাদের বিশ্বাস বৃদ্ধি করেছে।

রিচিং আনরিচড নেশনস, ইনকর্প. (রান মিনিস্ট্রিস) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৯০ সালে একটি ৫০১(সি) কর-ছাড়যোগ্য সংস্থা হিসাবে। একটি আন্তঃসাম্প্রদায়িক মিশন, রান হল ইসিএফএ-এর একটি দীর্ঘস্থায়ী সদস্য, লুসান চুক্তির সদস্যপদ নিয়েছে এবং মহান কমিশন পূরণে সাহায্য করার জন্য বিশ্বব্যাপী খ্রিস্টানদের সাথে সহযোগিতা করে।

যে সমস্ত প্রেয়ার গাইডগুলি প্রকাশিত হবে ২০২৪ -এ

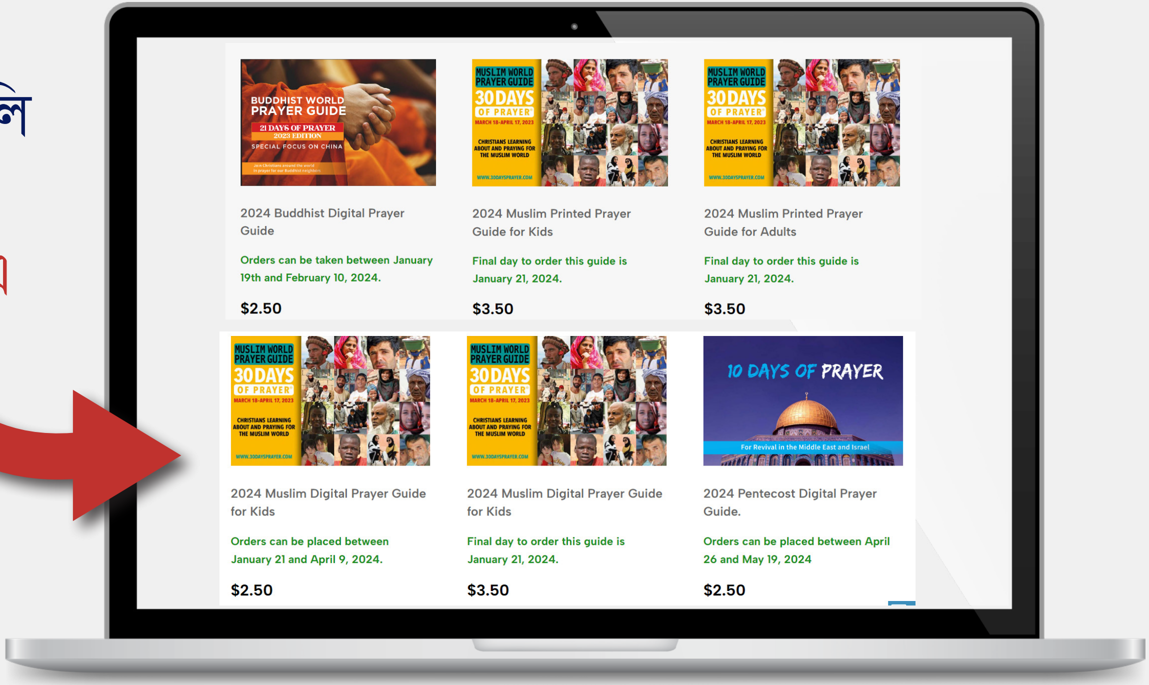

হিন্দু

প্রার্থণা গাইড